DSC4DT: Introduction to International Relations

4th Semester General - CC 4

Kamal Sarkar

Unit-2 - (C) Post-Cold War Era and Emerging centers of powers (China).

Questions – ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল বা ত্রিশক্তিস্থল হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভূমিকা আলোচনা কর?

=> বর্তমান যুগে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন একবিংশ শতাব্দীতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। চীনকে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। সরকারী ভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বলে যে তার প্রাচীন পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হল তার নিজের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমিকতা এবং ভূখণ্ডগত রক্ষা করা। এ ছাড়া চীনের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হল – চীনের অভ্যন্তরীণ আধুনিকীকরণের উপযোগী আন্তর্জাতিক পরিবেশ গড়ে তোলা, বিশ্বশান্তি রক্ষা করা। (অরুণ্য study material)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: তত্ত্ব ও তথ্য
অরুণ ঘোষ

এর প্রথম page

Scanned with CamScanner

বর্তমানে অর্থাৎ ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তী যুগের চিনের পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মতাদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করা। চিন জাতীয় স্বার্থকে প্রাথমিক রূপে গণ্য করে এবং মতাদর্শকে গৌণ বলে পরিগণিত করে। সাম্প্রতিককালে চিনের পররাষ্ট্রনীতির প্রণয়নকারীগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। ঠান্ডা যুদ্ধ থেকে মুক্ত হয় পৃথিবী। এই ঘটনা গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের পররাষ্ট্রনীতির ওপরও প্রভাব ফেলে। এই সময় থেকেই চিন পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার অভিপ্রায়ে চিনের নেতারা বিভিন্ন দেশে যান। তা ছাড়া, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এবং অন্যান্য বহুসাধক সংস্থাসমূহে চিন অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

বর্তমানে এশীয় অঞ্চলে চিন উত্তেজনা কমাতে বদ্ধপরিকর। ১৯৯০-এর দশক থেকে চিন এশিয়াতে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। চিন আসিয়ানের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আসিয়ান আঞ্চলিক সভা (ASEAN Regional Forum)-এ চিন অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৯৭ সালে আসিয়ানের সদস্যভুক্ত দেশগুলি, গণপ্রজাতন্ত্রী চিন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান আঞ্চলিক সহযোগিতাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে বার্ষিক আলাপ-আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০০৫ সালে এই দেশগুলি ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন (East Asia Summit) আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী চিন ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে উদ্যোগী হয়েছে। ২০১০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চিন দক্ষিণ চিন সাগর (South China Sea)-এর ওপর অবিসংবাদিত সার্বভৌমত্ব দাবি করে। তবে গণপ্রজাতন্ত্রী চিন এও বলে যে অন্যান্য দেশগুলি এই জলপথ ব্যবহার করতে পারবে। ২০১১ সালে চিন কতকগুলি দেশের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। চিন বলে যে দক্ষিণ চিন সাগরের ওপর চিনের সার্বভৌমিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই দেশগুলি প্রতিরোধ করছে।

সাম্প্রতিককালে চিন রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করেছে। ২০০১ সালের জুলাই মাসে গণ-প্রজাতন্ত্রী চিন এবং রাশিয়া বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার চুক্তি (Treaty of Friendship and Co-operation) স্বাক্ষর করে। মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এর আগে ২০০১ সালের জুন মাসে চিন এবং রাশিয়া Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan এবং Uzbekistan-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে সাংঘাই সহযোগিতা সংগঠন (Shanghai Cooperation Organization) স্থাপন করে। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য হল আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা এবং এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদকে প্রতিরোধ করার জন্য সহযোগিতা কার্যকর করা।

একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সঙ্গেও চিনের সম্পর্ক অনেকটাই উন্নত হয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক, অবিশ্বাস ও সন্দেহ এবং ১৯৬২ সালের যুদ্ধ সত্ত্বেও, এই শতাব্দীতে চিন ও ভারতের সম্পর্ক অনেকটাই সুমধুর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চিন এবং ভারত সহযোগী রূপে কাজ করছে। বিগত বছরগুলিতে দুটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যাবসা-বাণিজ্য দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। ২০১০ সালে চিন ভারতের সবচেয়ে বেশি ব্যাবসা-বাণিজ্যের অংশীদার ছিল। যৌথ নৌ কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত এবং চিন। ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম ২০০৩ সালে সীমান্ত বিরোধ মেটাবার জন্য ভারত ও চিন আলোপ-আলোচনায় বসে। তবে আকসাই চিন (Aksai Chin) এবং দক্ষিণ তিব্বতকে নিয়ে যে বিরোধ তা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব হয়নি। এটি ভারত ও চিনের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক। তা ছাড়া, ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে চিনের সামরিক সাহায্য প্রদানের বিরোধিতা করেছে। অন্যদিকে চিন ভারতের জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সামরিক সহযোগিতার বিরোধিতা করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ়। অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে চিনের এক শক্তিশালী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে চিন পাকিস্তানের সঙ্গে অনেকগুলি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চিনের মিত্র দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। চিন পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করে। একদিকে যেমন পাকিস্তানের ছাত্ররা চিনে পড়াশুনা করতে যায়, অন্যদিকে তেমনি চিনের শ্রমিকরা পাকিস্তানে কাজ করতে আসে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের একটি অংশ পাকিস্তান (আজাদ কাশ্মীর) চিনকে দিয়েছে। চিন ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনো সীমান্ত বিরোধ নেই। পারমাণবিক এবং মহাকাশ প্রযুক্তিকরণের ব্যাপারে চিন পাকিস্তানকে সর্বপ্রকারের সাহায্য প্রদান করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ১৯৯০ দশকের শেষ দিকে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গণপ্রজাতন্ত্রী চিন রাশিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তবে ২০০১ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে চিনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে চিনের বহু নাগরিকের মৃত্যু হয়। এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী চিন সমর্থন প্রদান করে। সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চিন অংশগ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় দফায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ওবামা প্রশাসন চিনের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপনে আগ্রহী। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা এবং চিনের রাষ্ট্রপতি হু জিনাতো বলেন যে কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বের স্বার্থের উদ্দেশ্যে চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নতি সাধন প্রয়োজন। অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে, বিশ্ব উষ্ণতা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সহযোগিতা আনয়ন করার জন্য, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ করার জন্য ২০০৯ সালের জুলাই মাসে চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল সমস্যার সমাধান কল্পে আলাপ-আলোচনা করার জন্য ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে বারাক ওবামা চিন সফরে যান।

২০০০ সাল থেকে শুরু করে গণপ্রজাতন্ত্রী চিন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে তার পররাষ্ট্রনীতিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপ উভয়ের সঙ্গেই চিন একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে চিনের রাষ্ট্রপতি হু জিনাতো যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং স্পেন সফরে যান। তিনি ঘোষণা করেন যে ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে চিন বেশি মাত্রায় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতায় আবদ্ধ হতে চায়।

জাপানের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক উন্নতির ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। জাপান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ লাভ করতে চায়। কিন্তু চিন জাপানের এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। এশিয়ায় জাপানের ব্যাপক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব আছে। একদিকে চিন জাপানকে প্রতিপক্ষ বলে মনে করে, আবার অন্যদিকে আঞ্চলিক কূটনীতির ক্ষেত্রে জাপানকে অংশীদার বলেও মনে করে। ১৯৭২ সালে জাপানের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের কূটনৈতিক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চিনের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রথম দিকে এবং পরবর্তীকালে জাপান চিনে অর্থ বিনিয়োগ করে। দুটি বিষয় চিন-জাপান সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এগুলি হল—(১) জাপানের সামরিক শক্তির হার চিনকে চিন্তান্বিত করে তোলে ও (২) জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যে অকথ্য অত্যাচার করে সে বিষয়ে পরবর্তীকালে দুঃখ প্রকাশ না করায় চিন জাপানের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে।

২০০৪ সালের আগস্ট মাসে চিনের রাষ্ট্রপতি হু জিনাতো বলেন, চিন শান্তিপূর্ণ উন্নয়নের জন্য স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি চালিয়ে যাবে। তিনি, বিশেষত চিনের প্রতিবেশীদের মধ্যে, শান্তিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। তিনি মনে করেন এর ফলে পারস্পরিক হিতকারী সহযোগিতা এবং সাধারণ উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হবে।

সাম্প্রতিককালে চিনের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র Qin Gang একটি বিবৃতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের কূটনৈতিক দর্শনের উল্লেখ করেন। তিনি এই পরিপ্রেক্ষিতে ৮টি বিষয়ের উল্লেখ করেন। এগুলি হল—

(i) চিন আধিপত্যবাদে বিশ্বাস করে না। চিন এখনও একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং সেই কারণে সে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করে না। যদি চিন কখনো উন্নত দেশে পরিণত হয়, তখনও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হবে না।

(ii) চিন ক্ষমতা রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না এবং অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। অন্য দেশের ওপর চিন তার মতাদর্শ আরোপ করবে না।

(iii) চিন বিশ্বাস করে, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র, সব দেশকেই সমানভাবে দেখা উচিত এবং সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত। সমান অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এবং সকল দেশের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে সকল বিষয় নিরসন করা দরকার। একটি দেশ তার শক্তির ভিত্তিতে অন্য দেশের ওপর হম্বিতম্বি করবে না।

(iv) চিন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিন সকল বিষয়ের গুণাগুণ বিচার করে তার মতামত জ্ঞাপন করবে।

(v) চিন এই ধারণা পোষণ করে যে সকল দেশ তাদের সম্পর্ক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ভিত্তিতে পরিচালিত করবে। চিন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার স্বপক্ষে। চিন কখনো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্ব এবং মর্যাদাকে অবমাননা করবে না।

(vi) আন্তর্জাতিক বিরোধ দূরীকরণের ক্ষেত্রে চিন শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার নীতিতে বিশ্বাস করে। চিন আন্তর্জাতিক বিরোধ দূরীকরণের ক্ষেত্রে হিংসার নীতিতে বিশ্বাস করে না। নিজের সার্বভৌমিকতা এবং ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষা করার ব্যাপরে চিন তার জাতীয় সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছে। এটি কখনোই অন্য দেশকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না।

(vii) চিন সন্ত্রাসবাদ এবং ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের প্রসার সাধনের বিরোধী। আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি চিনের আনুগত্য সকল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে।

(viii) চিন সভ্যতার বিবিধতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সংঘর্ষ এবং বিরোধের প্রতি চিন তার বিরোধিতা জ্ঞাপন করেছে।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৯০ দশকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে এবং ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে চিনের পররাষ্ট্রনীতির প্রণয়নকারীগণ এক নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে আর তা এখনও পর্যন্ত বজায় আছে। এই কৌশলটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের এবং একমেরুবাদ পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে চিন বৃহৎ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে চায়। চিন অর্থনৈতিক এবং সামরিক আধুনিকীকরণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে চায়, তবে তা কোনোভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো রাষ্ট্রকে ক্ষুব্ধ না করে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

18.8 ভারত-গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের মধ্যেকার সম্পর্ক

■ *ভূমিকা*

ভারত এবং চিন হল বিশ্বের দুটি পুরানো সভ্যতা এবং বহু যুগ ধরে একে অপরের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করে আসছে। বহু শতাব্দী আগে থেকেই ভারত এবং চিনের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারত এবং চিনের মধ্যে 'সিল্ক রোড' ('Silk Road') একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ হিসেবে গণ্য হত। এ ছাড়া, এই পথের মাধ্যমেই ভারত থেকে পূর্ব এশিয়ায় বুদ্ধের মতবাদ প্রসারিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বর্ধিষ্ণু আফিমের ব্যাবসা ওপিয়াম যুদ্ধের সূচনা করে।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। অন্যদিকে, ১৯৪৯ সাল মাও জে দং (Mao Ze Dong)-এর নেতৃত্বে চিনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ১৯৫০ সালে থেকেই ভারত ও গণ প্রজাতন্ত্রী চিনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভারত হল সেই দেশ যে সর্বপ্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী চিনকে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। চিন এবং ভারত দুটিই জনবহুল দেশ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে উদীয়মান দুটি দেশ। বর্তমানে চিন মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে অবতীর্ণ হতে চলেছে। আর ভারতের কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সব দিক থেকে বিচার করে বর্তমানে ভারত ও গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

18.8.1 *ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর কালে ভারত-গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের মধ্যেকার সম্পর্ক*

১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু করে ভারত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুটি দেশের মধ্যে তিনটি বৃহৎ সামরিক সংঘাত সূচিত হয়। এগুলি হল— ১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৭ সালের ছোলা (Chola) ঘটনা, ১৯৮৭ সালের ভারত ও চিনের মধ্যেকার বিচ্ছিন্ন লড়াই। তবে ১৯৮০ দশকের শেষভাগ থেকে দুটি দেশই কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দিকে নজর দেয়।

১৯৯০ দশকের মধ্যভাগে দেখা গেল ধীর গতিতে হলেও ভারত ও গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের মধ্যেকার সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হতে চলেছে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে চিনের লি পেং (Li Peng) ভারতে আসেন এবং ১৯৯২ সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কটরামান (R.Venkataraman) চিন সফরে যান। সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত উত্তেজনা কমানোর জন্য এবং একে অপরের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তিরিশ বছরেরও অধিক সময়ের পরে ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত ব্যাবসা-বাণিজ্য পুনরায় চালু করা হয়। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে মুম্বাইতে এবং সাংঘাইতে যথাক্রমে চীন এবং ভারতের কন্‌সালের দপ্তর খোলা হয়। ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শারদ পাওয়ার চিনে যান। এর ফলে ভারত ও চিনের প্রতিরক্ষা দপ্তর শিক্ষাদান সম্বন্ধীয়, সামরিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহে আদানপ্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও চিন সফরে যান। তিনি ও চিনের লিং পেং একটি সীমান্ত চুক্তি ও অন্য তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। দুটি দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যেকার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চপদস্থ চিনের সামরিক প্রতিনিধিগণ ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে ভারত সফরে আসেন। তবে মায়ানমারের সঙ্গে চিনের উন্নত সামরিক সম্পর্ক ভারতকে চিন্তান্বিত করে তোলে। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে চিন ঘোষণা করে যে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা নিরসন করা দরকার। তবে চিন এও বলে যে চিন এই অঞ্চলের স্বাধীনতার পক্ষে নয়।

১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে ভারতে সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল বি.সি.জোশী চিন সফরে যান। ভারত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চিন উভয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সীমান্ত সমস্যাসমূহ শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলতে হবে। বলা হয়, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বিশেষ অধিকার বা সুবিধার মাধ্যমে এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

তবে ১৯৯৮ সালে ভারত-চিনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতি সূচিত হয়। মূলত ওই বছরের মে মাসে ভারতের পারমাণবিক বোমা বিস্ফারণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যা সূচিত হয়। এই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের যথার্থতা প্রসঙ্গে ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্ণ্ডাডেজ (George Fernandes) বলেন চিনের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডারকে মোকাবিলা করার জন্য ভারতকে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে হয়েছে। তিনি চিনকে ভারতের এক নম্বর ভীতি প্রদর্শনকারী রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত করেন। ভারতে এই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকে চিন আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে ব্যাপকভাবে নিন্দা করে। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের সময় চিন পাকিস্তানকে সমর্থন প্রদান করে। তবে পাকিস্তানকে তার সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শও দেয়।

২০০০ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণান চিন সফরে যান। এর ফলে ভারত এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চিন পুনরায় একে অপরের সঙ্গে কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০০২ সালে চিনের Zhu Rongji ভারতে আসেন এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০০৩ সালে ভারত-চিন সম্পর্কের উন্নতি সাধন হয়। ওই বছরের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী চিনে যান। চিন সরকারিভাবে সিকিমের ওপর ভারতের সার্বভৌমিকতার স্বীকৃতি জানায়। চিন এবং ভারত সীমান্ত বিরোধ নিরসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২০০৪ সালে চিন ভারত সম্পর্কের আরও উন্নতি সাধন ঘটে। দুটি দেশই সিকিমে অবস্থিত নাথু লা এবং জেলেপলা (Jelepla) পাস সমূহ উন্মুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। বলা হয়, এটা করা হলে দুটি দেশেরই পারস্পরিক লাভ হবে। ২০০৪ সালে চিন-ভারত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছরই সর্বপ্রথম চিন-ভারত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ১০ লক্ষ কোটি ডলার অতিক্রম করে যায়। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে চিনের প্রধানমন্ত্রী Wen Jiabao বেঙ্গালুরু সফরে আসেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ-প্রযুক্তিগত শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত-চিনের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন চিন ও ভারত যদি একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে যৌথভাবে তারা বিশ্বে নেতৃস্থানীয় জায়গা দখল করতে পারে। এও তিনি বলেন যে একবিংশ শতাব্দী হল তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের ক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলির শতাব্দী। ভারতে থাকাকালীন তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করার উদ্যোগকে সমর্থন করলেও, চিন ফিরে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। ২০০৫ সালের সার্কের শীর্ষ সম্মেলনে চিনকে পর্যবেক্ষকের পদমর্যাদা দান করা হয়। এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলি চিনকে সার্কের স্থায়ী সদস্য পদ দেওয়ার পক্ষে, কিন্তু ভারত এ বিষয়ে সহমত হতে পারেনি।

চিন-ভারত সম্পর্কের বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দুটি দেশই তাদের শিল্পের প্রসারের জন্য শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং এটিকে চরিতার্থ করার জন্য তারা উভয়ই বিদেশের তেলের খনিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। এ বিষয়ে দুটি দেশের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তেমনি যৌথ সহযোগিতাও দেখতে পাওয়া যায়। ২০০৬ সালের ১২ জানুয়ারি বেইজিং-এ এই সহযোগিতা দেখতে পাওয়া যায়। বেইজিং-এ সফররত খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী মণিশঙ্কর

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আইয়ার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর দ্বারা ভারতের ONGC (Oil and Natural Gas Commission) এবং চিনের জাতীয় খনিজ তেল কর্পোরেশন (China National Petroleum Corporation) বিদেশের তেলের খনিতে অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যৌথভাবে নিলাম ডাকে দর ঘোষণা করবে। এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যবহ।

২০০৬ সালের ৬ জুলাই চিন এবং ভারত নাথু লার পথটি পুনরায় চালু করে। ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বলা হয় যে, সীমানার মাধ্যমে বাণিজ্য পুনরায় চালু হলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। তবে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে চিন-ভারত সম্পর্ক পুনরায় তিক্ত হয়ে ওঠে। ভারত চিন অধিকৃত কাশ্মীরের একাংশের ওপর তার দাবি জানায়। অন্যদিকে, চিন বলে পুরো অরুণাচল প্রদেশ চিনেরই অংশ। তবে ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং চিন সফরে যান এবং চিনের রাষ্ট্রপতি হু জিনাতো এবং প্রধানমন্ত্রী Wen Jiabao-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ব্যাবসা, বাণিজ্য, নিরাপত্তা, সামরিক এবং অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে দ্বি-পাক্ষিক আলাপ-আলোচনা করেন।

২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে ড. মনমোহন সিংহের নিমন্ত্রণে চিনের প্রধানমন্ত্রী Wen Jiabao ভারত সফরে আসেন। তাঁর সঙ্গে ৪০০ জন চিনের ব্যবসায়ী আসেন। মূলত ভারতীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য এঁরা ভারতে আসেন। তিনি বলেন বিশেষত গত দশ বছরে ভারত ও চিনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় এই দুটি দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে অগ্রগতি লাভ করেছে। ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে চিন ও ভারত নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা পুনরায় চালু করতে রাজি হয়। বর্তমানে এটি কার্যকর হয়েছে।

অতিরিক্ত পাঠ

(1) Alan P. Dobson and Steve Marsh, ***U. S. Foreign Policy since 1945,*** Routledge, London, 2001.

(2) John Davis, ***Barack Obama and U. S Foreign Policy : Road Map for Change as Disaster?*** Author House, Bloomington, Indiana, 2009

(3) John W. Garver, ***Protracted Contest : Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century,*** University of Washington Press, U. S. A.

(4) Ralph G. Carter (ed.), **Contemporary Cases in U. S. Foreign Poliy : From Terrorism to Trade,** CQ Press, Washin.gton, 2010

(5) Robert G. Sulter, **Chinese Foreign Relations : Power and Policy since the Cold War,** Rowman & Little Field Publishers, Lanham, 2010.

(6) Russll D. Buhite (ed.), **Major Crises in Contemporary American Foreign Policy : A Documentary History,** Greenwood Press, 2011

(7) Sudhir Kumar Singh (ed.), **Sino-Indian Relations : Challenges and Opportunities for 21st Century,** Pentagon Press, New Delhi, 2011.

(8) Vinay Kumar Malhotra, **Indo-U.S. Relations in Nineties,** Anmol Publications Pvt. Ltd. New Delhi

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner